আঙুলের চোটের কারণে ভারতের সঙ্গে একদিনের সিরিজের প্রথম তিন ম্যাচ খেলতে পারবে না এবিডি।

মাঠে - ময়দানে

ওয়ান্ডারার্সের পিচকে 'পুওর' অ্যাখ্যা দিল ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা আইসিসি।

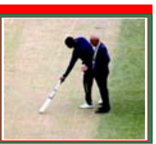

বিশ্বকাপের ফাইনালে মুখোমুখি ভারত-অস্ট্রেলিয়া

জয়ী ভারতীয় টিমকে প্রশংসা জানালেন সৌরভ, সেহবাগ, লক্ষ্মণ সহ বাকিরা

মাঠের মধ্যেই দেখা গেল সম্প্রীতির ছবি।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে শতরান করার পর শুভমন গিল।

চারটি উইকেট নিয়ে পাকিস্তানকে দুরমুশ করার পর উচ্ছ্বাস প্রকাশ ঈশান পোড়েলের।

ক্রাইস্টচার্চ, ৩০ জানুয়ারি: আইসিসি অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে ফের একটা অসাধারণ পারফরম্যান্স ভারতের। আর সেই পারফরম্যান্সের জোরেই পাকিস্তানকে সেমিফাইনালে উড়িয়ে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠে গেল টিম ইন্ডিয়া। ফাইনালে ভারত মুখোমুখি অস্ট্রেলিয়ার। ২০৩ রানের বিশাল ব্যবধানে পাকিস্তানকে দুরমুশ করে আজকের জয় ছিনিয়ে নিয়েছে ভারত। আজকের জয়ের ফলে এই বিশ্বকাপে ভারত তার চিরশত্রুকে এই নিয়ে পঞ্চমবার হারাল। শনিবার বিশ্বকাপের ফাইনাল।

ম্যাচের শুরু থেকেই ভারত ছিল চালকের আসন। তরুণ ব্যাটিং সেশনে শুভমন গিলের শতরান ভারতকে নিরাপদ স্কোর এনে দেয়। ২৭২/৯ স্কোর করে ভারত পাকিস্তানের সামনে ২৭৩ রানের লক্ষ্যমাত্রা রাখে। রানের পাহাড়ের সামনে শুরু থেকেই নড়বড়ে ছিল পাকিস্তান। পাক ইনিংসের শুরুতেই ৪ উইকেট নিয়ে প্রতিপক্ষকে টপঅর্ডার গুড়িয়ে দেন বাংলার ইশান। মাত্র ৬৯ রানে অলআউট হয়ে থেমে যায় পাকিস্তান। এখনও পর্যন্ত অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপে এটা পাকিস্তানের করা সবচেয়ে খারাপ স্কোর। পাক ব্যাটসম্যানদের শেষ করে দিয়েছে ঈশান পোড়েলের ফাস্ট বোলিং। ম্যাচ থেকে চারটি উইকেট তুলে নেন ঈশান। একটি করে উইকেট তোলেন স্পিনার রিয়ান পরাগ, শিবা সিংহ। এদিকে এই ম্যাচে জয়ের অন্যতম কারিগর ব্যাট হাতে সেঞ্চুরি করা শুভমন গিলকে ৪৮ ঘণ্টা আগেই কলকাতা নাইট রাইডার্স ১.৮ কোটি টাকার বিনিময়ে কিনেছে।

পাকিস্তানকে দুরমুশ করে ফাইনালে ওঠার পর বিসিসিআইয়ের কার্যকরি প্রেসিডেন্ট সিকে খান্না জানান, পুরো দল ও কোচ রাহুল দ্রাবিড়কে অভিনন্দন। বোর্ড শীঘ্রই নগদ পুরস্কার ও সংবর্ধনার কথা ঘোষণা করবে। এ নিয়ে অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপের ষষ্ঠবার ফাইনালে উঠল ভারত। গতবার অল্পের জন্য ট্রফি হাতছঠাড়া হয়েছিল ভারতের ছেলেদের। ফাইনালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে হেরেছিল জুনিয়রল টিম ইন্ডিয়া। এবার প্রতিপক্ষ অস্ট্রেলিয়া। টুর্নামেন্টে অপরাজিত থেকে ফাইনালে পৌঁছাল পৃথ্বীরা। গ্রুপের প্রথম ম্যাচেই অস্ট্রেলিয়াকে ১০০ রানে হারিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করেছিল 'মেন ইন ব্লু'র ছোটরা। গ্রুপের পরের দুটি পাপুয়া নিউ গিনি ও জিম্বাবোয়েকে ১০ উইকেট হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছয় ভারত। শেষ আটে বাংলাদেশ এবং শেষ চারে পাকিস্তানকে যথাক্রমে ১৩১ ও ২০৩ রানে হারিয়ে ফাইনালের ছাড়পত্র জোগাড় করে পৃথ্বী অ্যান্ড কোং। সেই সঙ্গে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জয়ের ব্যবধান সমান করে ভারত। দু'দলই চারবার করে জিতেছে।

সেমিফাইনালে পাকিস্তানকে গুঁড়িয়ে দিয়েছে ভারতের তরুণ দল। তাদের এই পারফরম্যান্স নিয়ে উচ্ছ্বাসিত ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। বিশেষ করে ব্যাটসম্যান শুভম গিল ও পেসার ঈশান পোড়েলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ সৌরভ। শুভমানের মধ্যে প্রাক্তন ব্যাটিং কিংবদন্তি ব্রায়ান লারা ও কিউই ব্যাটসম্যান কেন উইলিয়ামসনের ঝলক দেখতে পেয়েছেন সৌরভ। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে গিল ৯৪ বলে ১০২ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেছেন। তাঁর ব্যাটিংয়ে ভর করে ভারত নির্ধারিত ৫০ ওভারে ২৭২ রান করে। ঈশান ১৭ রানে ৪ উইকেট নেন। অনুকূল রায় ও রিয়ান প্রয়াগ নেয় দুটি করে উইকেট। এই সেঞ্চুরি গিলের প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে প্রথম। চলতি টুর্নামেন্টে পাঞ্জাবের এই ব্যাটসম্যান পরপর চারটি ইনিংসে ৫০'র বেশি রান করলেন। যুব বিশ্বকাপের পরপর চার ম্যাচে তাঁর স্কোর ৬৩, ৯০*, ৮৬ এবং ১০২*। সৌরভ বলেছেন, 'আমার মনে হয় শুভমন গিল পৃথ্বী শ'র থেকে ভাল প্লেয়ার। ও এই দলের সেরা প্লেয়ার। ও কিছুটা ব্রায়ান লারা ও কেন উইলিয়ামসনের মতো ব্যাট করে। নতুন বলে বিধ্বংসী স্পেল করেছে ঈশান। টুর্নামেন্টের শুরুতে চোট পেয়েছিল ও। প্রায় সপ্তাহখানেক খেলতে পারেনি। ওকে দলে ফিরে আসতে দেখে ভাল লেগেছে। ফিট হয়ে ফিরে এসে দুরন্ত বোলিং করল। ওরা সত্যি স্পেশাল।'

অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেটারদের এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য বিসিসিআইয়ের প্রশংসা করেছেন সিএবি সভাপতি। তিনি বলেছেন, গত কয়েক বছরে ভারতীয় ক্রিকেটের পরিকাঠামো এতটাই উন্নত হয়েছে বলে অনূর্ধ্ব-১৯ দলও এত শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। ভারতের যুব দলের এই পারফরম্যান্স নিয়ে এতটুকু বিস্মিত নন সৌরভ তিনি বলেছেন, ওদেরকে আমি খেলতে দেখেছি। তখনই বুঝেছি অন্য দলগুলির থেকে ভারতের পার্থক্য অনেকটাই। ভারতের তরুণ ক্রিকেটারদের ভবিষ্যত যথেষ্ট উজ্জ্বল বলেও মন্তব্য করেছেন সৌরভ। তিনি বলেছেন, শুধু পাকিস্তানই নয়, প্রত্যেকটা দলকেই এভাবেই হারিয়েছে ওরা। দুই ফাস্ট বোলার শিবম মাভি ও কমলেশ নাগারকোটি ১৭-১৮ বছর বয়সেই ১৪০ কিমি গতিতে বল করছে। অসমের অনুকূলের তো ভবিষ্যত খুবই উজ্জ্বল। বাঁহাতি স্পিনার অভিষেক শর্মাও দারুণ। শুভমান, পৃথ্বী ও উইকেটরক্ষক হার্ভিক দেশাই বাকিদের তুলনায় অনেকটাই এগিয়ে। এটা ভবিষ্যতের ইঙ্গিত এবং এদের মধেও বেশিরভাগই আগামী কয়েক বছরে সর্বোচ্চ পর্যায়ে খেলবে। এই টুর্নামেন্টে ভারতের সঙ্গে অন্যান্য দলগুলির পার্থক্য অনেকটাই। যদি খুব খারাপ দিন না হয়, তাহলে ফাইনালেও একপেশে ম্যাচেই ভারত জিতবে বলে মনে করছেন সৌরভ।

অন্যদিকে, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জয়ের ফলে গোটা দেশ জুড়ে প্রশংসার বন্যা বইতে শুরু করেছে। সেই তালিকায় যুক্ত ভারতীয় ক্রিকেটারদের নামও। মহম্মদ কাইফ, বীরেন্দ্র সহবাগ কিংবা ভিভিএস লক্ষ্মণ প্রত্যেকেই ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রশংসা করেছেন। আকাশে চোপড়া বলেছেন, 'এটা শুধুমাত্র জয় নয়, পাকিস্তানকে ছত্রভঙ্গ করেছে ভারত। চলতি টুর্নামেন্টে এখনও পর্যন্ত সেরা দল ভারতই। পারফরম্যান্স করে ক্রমশ উর্ধ্বমুখী হয়েছে। খুব ভাল, ভারতীয় ক্রিকেট দল।' মহম্মদ কাইফের বক্তব্য, 'কীভাবেই না ছত্রভঙ্গ করল ভারত! সেমিফাইনালে আমাদের ছেলেরা অসাধারণ একটি জয় ছিনিয়ে এনেছে। ওদের জন্য সত্যিই গর্ব হয়। এই নিয়ে ছ'বার বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠল ভারত। ফাইনালের জন্য অনেক শুভেচ্ছা রইল।'

অন্যদিকে, নজাফগড়ের নবাব বীরেন্দ্র সহবাগ বলেছেন, 'এমন পারফরম্যান্স একেবারেই পাশবিক। আমাদের ছেলেরা কী অসাধারণভাবে জয় ছিনিয়ে আনল। সবদিক থেকেই পাকিস্তানকে পরাস্ত করেছে। ফাইনালের জন্য আগাম শুভেচ্ছা রইল।' প্রশংসকদের তালিকা থেকে বাদ যায়নি শচীন তেন্ডুলকরও। তিনি বলেছেন, 'এই ম্যাচে সবক্ষেত্রেই দাপট দেখিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেচ দল। অসাধারণ প্রদর্শন! ফাইনালের জন্য শুভেচ্ছা রইল।' তবে শুধুমাত্র ক্রিকেটাররাই নয়, ভারতীয় দলকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টির সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়। তিনি বলেন, 'ভারতীয় ক্রিকেট দলের অসাধারণ একটি পারফরম্যান্স এবং জয় দেখলাম। অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ভারত পাকিস্তানকে ২০৩ রানে পরাস্ত করেছে। তবে এটাও অস্বীকার করা যাবে না যে এই জয়ের পিছনে দি ওয়ালের কৃতিত্ব রয়েছে। ফাইনালের জন্য আগাম শুভেচ্ছা রইল।'

ত্রিপুরার বিজেপি নেতা সুনীল দেওধর বলেন, 'পাকিস্তানকে একেবারে ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট দল। ফাইনালের জন্য হার্দিক শুভেচ্ছা রইল।' ভারতের এই জয়ে দারুণ উচ্ছ্বসিত হরভজন সিং। তিনি তো আলাদা করে শুভমন গিলের প্রশংসা করেন। বলেন, 'আমার ঘরের ছেলে শুভমান গিল আজ অসাধারণ একটা ইনিংস খেলল। এই ইনিংসে ভর করেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সেমিফাইনালে জয়লাভ করেছে ভারত। তোমার জন্য আমরা সকলেই গর্বিত। সামনে এগিয়ে যাও। কাপ জিতে আসা চাই। ফাইনালের জন্য আগাম শুভেচ্ছা রইল। আম মাত্র একটা ম্যাচ বাকি।' সুরেশ রায়না টু্যইট করে শুভমানকে বলেছেন, 'অসাধারণ একটা ইনিংস। তাই তুমি দুর্দান্ত ব্যাটিং করেছ। তোমার এই টেম্পারমেন্টের আমি সম্মান জানাই।'

ড্র করে মুখরক্ষা লাল-হলুদের, ম্যাচ শেষে বিক্ষোভ দেখাল সমর্থকরা

ইস্টবেঙ্গল : ২ (জাস্টিন ৫৯, ভানলারেডিকা ৮৯)
মিনার্ভা এফসি : ২ (সুখদেব ২০, চেঞ্চো ৩৩)

স্টাফ রিপোর্টার: ডার্বির পরও ছন্নছাড়া ইস্টবেঙ্গল। ঘরের মাঠে মিনার্ভার বিরুদ্ধে কোনওক্রমে মান বাঁচাল লাল-হলুদ। মঙ্গলবার বারাসতের বিদ্যাসাগর স্টেডিয়ামে ১-২ গোলের ব্যবধানে পিছিয়ে থেকে ৮৯ মিনিটে ভানলারেডিকার গোলে ম্যাচ ড্র করে লিগে তৃতীয় স্থান ধরে রাখল খালিদ জামিলের দল। ঠিক পিছনে রয়েছে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগান। দিন শুরু থেকেই নড়বড়ে ছিল ইস্টবেঙ্গল। একের পর এক ভুলে যে কোনও মুহূর্তে গোল খাওয়ার উপযুক্ত আবহ তৈরি করেই রেখেছিল লাল-হলুদের মাঝমাঠ থেকে ডিফেন্স। এরই মধ্যে ইস্টবেঙ্গলের 'উপহার' দেওয়ার সুযোগ কাজে লাগিয়ে ২০ মিনিটে মিনার্ভাকে এগিয়ে দেন সুখদেব সিং। যদিও মিনার্ভার প্রথম গোল প্রশ্নের মুখে। কারণ লাল-হলুদের বক্সের মধ্যে একসঙ্গে তিনজন মিনার্ভার ফুটবলার অফ সাইডে পজিশনে দাঁড়িয়েছিলেন। যা রেফারি থেকে লাইন্সম্যানের চোখে পড়েনি। যদিও টিভি রিপ্লেতেও পরিষ্কার দেখা গেল গোলটি হয়েছে অফ সাইডে। তবে লাল-হলুদের ডিফেন্স ভুলও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। একসঙ্গে প্রতিপক্ষের তিন প্লেয়ারকে আনমার্ক পজিশনে রেখে প্রশ্নের মুখে খালিদের ফুটবলাররাও। ডার্বি হারের পর মিনার্ভার বিরুদ্ধে হারতে হারতে ম্যাচ ড্র করে সমর্থকদের বিক্ষোভের সামনে লাল-হলুদ কোচ জামিল। ম্যাচ শেষে স্টেডিয়াম ছাড়ার আগে কোচ ও কর্মকর্তাদের ঘিরে বিক্ষোভ দেখান লাল-হলুদ সমর্থকেরা। পরে র‍্যাফ এসে পরিস্থিতি সামাল দেন। প্রথম গোলের পরেও ভুলের ধারাবাহিকতা বজায় রাখে ইস্টবেঙ্গল ডিফেন্ডাররা। নিজেদের জড়াজড়িতে বল গিয়ে পৌঁছয় মিনার্ভা স্ট্রাইকার চেঞ্চোর পায়ে। নিখুঁত স্ট্রাইকারের মত গোল করে দলকে ২-০ এগিয়ে দেন তিনি। প্রথমার্ধের শেষের দিকে যেভাবে কাটসুমিকে বক্সে ফেলে দেয় মিনার্ভা ডিফেন্ডার যেখানে ন্যায্য পেনাল্টি পাওনা ছিল ইস্টবেঙ্গলের। প্রথমার্ধের ভুল দ্বিতীয়ার্ধে একসঙ্গে শুধরে নেয় রেফারি। ৪৯ মিনিটে পেনাল্টি পায় লাল-হলুদ। কিন্তু অবাক করা ভুলে এবারে পেনাল্টি মিস করেন কাটসুমি। ভুল শোধরাতে সময় নেয়নি জাপানি মিডফিল্ডার। তাঁর কর্ণার থেকেই ম্যাচে ফেরে ইস্টবেঙ্গল। ৫৯ মিনিটে দুরন্ত হেডে মিনার্ভার জালে বল জড়ান জবি জাস্টিন। ৮৯ মিনিটেও সেই কাটসুমির পাস এবং ভানলারেডিকার অসাধারণ গোলে ম্যাচে সমতা ফেরায় ইস্টবেঙ্গল। মিনার্ভার বিরুদ্ধে এক পয়েন্ট পেয়ে ইস্টবেঙ্গল ১২ ম্যাচে ২০ পয়েন্ট নিয়ে রইল তিনেই। ঠিক তার পিছনে মোহনবাগান। ১১ ম্যাচ খেলে সবুজ-মেরুনের পয়েন্ট ১৭। তবে এদিনের ম্যাচে প্রশ্নের মুখে রেফারিংও।

স্প্যানিশ লা লিগার ম্যাচে রিয়াল বেতিসকে ৩-২ গোলের ব্যবধানে হারাল সেল্টা ভিগো।

বিশ্বকাপ ফাইনাল মেলবোর্নে, ঘোষণা আইসিসি'র

মেলবোর্ন, ৩০ জানুয়ারি: ২০২০ টি-২০ বিশ্বকাপ আয়োজনের দায়িত্ব পেল অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট গ্রাউন্ড। মঙ্গলবার এমনই জানাল আইসিসি। এই বছর প্রথম একই বছর ছেলে ও মেয়েদের বিশ্বকাপ আয়োজন করছে আইসিসি। মেয়েদের বিশ্বকাপ চলবে ২০২০ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে ৮ মার্চ। ছেলেদের বিশ্বকাপ শুরু হবে ১৮ অক্টোবর। আর শেষ হবে ১৫ নভেম্বর। ফাইনালের ভেনু হিসাবে মেলবোর্নকে বেছে নেওয়া হয়েছে। বিশ্বকাপে মেলবোর্নকে ভেনু ঘোষণা করল আইসিসি। ঘরের মাঠে টি-২০ জয়ের স্বপ্ন দেখা শুরু করেছেন স্মিথ।

কোহলিও একদিন ধীরস্থির হবে হোল্ডিং

জোহানেসবার্গ, ৩০ জানুয়ারি: বিরাট কোহলির সঙ্গে অনেকটাই মিল রয়েছে স্যার ভিভিয়ান রিচার্ডসনের। এমনটাই মনে করেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রাক্তন তারকা বোলার মাইকেল হোল্ডিং। তাঁর দাবি, ভারত অধিনায়কের অনেক শেখার বাকি আছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তিনিও ধীরস্থির হয়ে যাবেন।

হোল্ডিং বলেন, অধিনায়ক হলেও বর্তমানে কোহলির বয়স কম। অধিনায়কত্বের পাঠ তিনি এখনও নিচ্ছেন। প্রতিদিন শিখছেন। তিনি ভীষণই আবেগপ্রবণ এবং একই সঙ্গে প্রচণ্ড আগ্রাসী। হোল্ডিংয়ের মতে, মাঝে মধ্যে তিনি এতটাই আগ্রাসন প্রকাশ করে ফেলে যে তার ফলে কেবলমাত্র বিপক্ষ দল নয়, অনেকক্ষেত্রে নিজের দলের সতীর্থরাও প্রভাবিত হয়ে পড়েন।

এখানেই কোহলির সঙ্গে ওয়েস্ট ইন্ডিজের কিংবদন্তি অধিনায়ক স্যার ভিভিয়ান রিচার্ডের মিল পান হোল্ডিং। তিনি বলেন, ভিভের সঙ্গে কোহলির অনেক মিল রয়েছে। যখন ভিভ অধিনায়কত্বের ভার নিয়েছিলেন, তখনও পরিস্থিতি একইরকম ছিল। তারপর ধীরে ধীরে তিনি পরিণত হন। তিনি ধীরস্থির হন, দল হয়। তারপরই ফল আসতে শুরু করে বিরাটের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটবে বলে মনে করেন হোল্ডিং। সদ্যসমাপ্ত টেস্ট সিরিজে প্রথম একাদশ বাছাই নিয়ে কোহলির সমালোচনা করেন হোল্ডিং। তাঁর মতে, প্রথমত ক্রিকেটারদের এখন বিভিন্ন দেশে, ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে খেলতে হচ্ছে। অনেক সময় মনে হতেই পারে যে, বিভিন্ন ধরণের পিচ ভিন্ন ভিন্ন বোলাররা সাহায্য পাবেন। পাশাপাশি, বর্তমান যুগে এত বেশি ক্রিকেট খেলা হয়, যে মাঝেমধ্যেই তাদের বিশেষ করে বোলারদের বিশ্রাম দিতে হয়। হোল্ডিংয়ের মতে, এই কারণে যদি তিন টেস্টে এত পরিবর্তন করেন কোহলি, তাহলে তা অনুমান করা সম্ভব। তবে মাথায় রাখতে হবে, বারবার দল পরিবর্তন করলে আখেরে ক্ষতিই হবে। অতীতেও দেখা গিয়েছে, অনেক বড় বড় টিমও প্রথম একাদশে পরিবর্তন এনেছে। তবে কখনই প্রতি ম্যাচে নয়।

প্রকাশকএবংমুদ্রকটিদুর্গা রাও, স্বত্বাধিকারী : আশিষলাহা, ৯৭/২, এমজি রোড, মিডিল পয়েন্ট, পোর্ট ব্লেয়ার-৭৪৪ ১০১ থেকেপ্রকাশিতএবংইকো প্রিন্টিং প্রেস, ডলিগঞ্জ, পোর্ট ব্লেয়ার-৭৪৪ ১০৩ থেকেমুদ্রিত, সম্পাদক : আশিস্‌লাহা*(পিআরবিআইনঅনুযায়ীপ্রকাশিতসমস্তসংবাদেরজন্যদায়বদ্ধ)।
Printed and published by T Durga Rao, owned by Asish Laha and published from 97/2, M. G. Road, Middle Point, Port Blair-744 101 & printed at Echo Printing Press, Dollygunj, Port Blair-744 103. Editor : Asish Laha*(*responsible for selection of news under the PRB Act).